পর্দা প্রগতির সোপান

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

পর্দা
প্রগতির সোপান

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৪৭

৩য় প্রকাশ (আ. প্র. ২য় প্রকাশ)
জিলকদ ১৪২৯
অগ্রহায়ণ ১৪১৫
নভেম্বর ২০০৮

বিনিময় ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

PARDA PRAGATIR SHUPAN by Prof. Mazharul Islam.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 12.00 Only.

www.pathagar.com

ইসলাম নারীদের যে মান সম্মান দিয়েছে প্রগতির নাম করে তা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। মা-বোনেরা আজ দিশেহারা। তথাকথিত আধুনিকতা সম্মোহনী শক্তির মত মা-বোনদের কাধে জেঁকে বসে নারীকূলকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে নারীদেরকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তাদের মান-সম্মান সমুন্নত রাখার মানসে সচেতন করে তোলার লক্ষেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

চলমান অবস্থার প্রেক্ষিতে লেখকের এ সময়োপযোগী লেখাটিকে পুস্তিকা আকারে পাঠক পাঠিকার সামনে প্রকাশ করতে পেরে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। মা-বোনরা যদি এ থেকে সামান্যতমও উপকৃত হন এবং তাদের চলার পথ বেছে নিতে পারেন তবেই শ্রম সার্থক মনে করবো।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!

–প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্দার সাধারণ অর্থ	৫
বস্ত্র পরিধানও এক প্রকার পর্দা	৫
মহিলাদের পর্দা	৬
পর্দার উদ্দেশ্য	৬
পর্দার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	৭
নারীদের রূপচর্চা	৮
পর্দা অনাচার থেকে রক্ষা করে	৯
পর্দাহীনতা-নগ্নতা মনযোগ আকর্ষণ করে	১০
পর্দা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে	১১
পর্দা সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ	১২
আরো কিছু নির্দেশ	১৫
নারীরা যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে	১৮
যেসব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করতে হবে	১৯
পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়	২০
নারী প্রগতি	২৩

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পর্দা প্রগতির সোপান

পর্দার সাধারণ অর্থ

পর্দা মানে আবরণ। অর্থাৎ যা দিয়ে কিছু ঢেকে রাখা হয় কিংবা যার সাহায্যে কোনোকিছু দৃষ্টির আড়াল করা হয়—তাই পর্দা। যেমন দরজার পর্দা, জানালার পর্দা, নাট্যমঞ্চের পর্দা ইত্যাদি। এসব পর্দা টানানো হয় এ উদ্দেশ্যে যাতে বাইরের লোক ভেতরের কিছু দেখতে না পারে।

অন্যদিকে খাবার ঢেকে রাখা হয়, বই-এর মলাট লাগানো হয়, টেবিলের ওপর কাপড় বিছানো হয়, ডাইনিং টেবিলের ওপর অয়েলক্লথ দেয়া হয়, রেডিও টেলিভিশনের ওপর কভার দেয়া হয় যাতে বাইরের ময়লা তাতে ঢুকতে না পারে।

বস্ত্র পরিধানও এক প্রকার পর্দা

মানুষ বস্ত্র পরিধান করে, এটাও মানুষের জন্য এক প্রকার পর্দা। গ্রামের পুরুষ মানুষ শরীরের ওপরের অংশ খোলা রাখে, খোলা রেখেই তারা মাঠে ময়দানে কাজ করে। কিন্তু কেউই কোনো অবস্থাতেই নীচের অংশ বস্ত্রহীন করে না। পাগলেরাও সহজে তা করে না (কদাচিত ছাড়া) অর্থাৎ একটি অংশে সর্বাবস্থায়ই মানুষ পর্দা বা বস্ত্র রাখে।

অন্যদিকে মেয়ে মানুষ শহরের কি গ্রামের কোনো অবস্থাতেই শরীরের ওপরের অংশ অনাবৃত রাখেনা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহরের মেয়েরা আধুনিকতার নামে ও প্রগতির নামে শরীরের কিছু কিছু অংশ খোলা রাখলেও গ্রামের মেয়েরা কিন্তু মোটেই খোলা রাখতে পারে না। তা করলে তাদের জাত যায়, কুল যায়। অবশ্য আজকাল প্রগতির নামে শহুরে হাওয়া গ্রামীণ বধুদের গায়েও লাগছে।

ওপরে পর্দা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পর্দার উদ্দেশ্য হলো ১. ময়লা আবর্জনা থেকে রক্ষা করা ২. বাইরের মানুষের কুদৃষ্টি থেকে হেফাজত করা এবং ৩. লজ্জা শরমের মাথা না খাওয়া।

www.pathagar.com

মহিলাদের পর্দা

মহিলাদের পর্দা কি ? এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে বহু মতের ও পথের লোক আছে। কেউ বলছেন পর্দা মানে মহিলাদের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখা, পর্দা মানে প্রগতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করা, পর্দা মানে মহিলাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা ইত্যাদি।

মহিলা ও পুরুষের শরীর-তত্ত্বীয় পার্থক্য আমরা সকলেই জানি। মহিলা এবং পুরুষ উভয়ই মানুষ। কিন্তু এ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুই প্রকার সৃষ্টি রহস্য। আর যে কারণে পুরুষ তার শরীরের ওপর অংশ খোলা রেখে বিচরণ করতে পারে একই কারণে মহিলা তা পারে না। গভীর আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে, এ কারণেই পুরুষের ক্ষেত্র আর মহিলার ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। তাদের টয়লেট থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ কোনো স্থান পর্যন্ত চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, সাজ-গোছ, ব্যবহারিক আচরণ ও নীতিমালা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষ যা সহজে পারে—অনায়াসে পারে, মহিলা তা পারে না, সম্ভবও নয়। আবার মহিলা যা পারে তা পুরুষেরা পারে না।

পর্দার উদ্দেশ্য

পর্দা মহিলাদের মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা রক্ষা করে এবং তাদেরকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। বাইরের ময়লা আবর্জনা থেকে বাঁচায়। আবরণ বা ঢাকনার সাহায্যে ময়লা থেকে যেমন খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়—তেমনি মহিলাদের মান সম্ভ্রম অন্য পুরুষের কুদৃষ্টি, কুৎসিত কামনা এবং অশ্লীলতার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

আরবী 'হিজাব' শব্দের অর্থ হলো পর্দা। মহিলাদের দৈহিক অবয়ব যাতে বাইরে ফুটে না বের হয় সে উদ্দেশ্যেই পর্দা ব্যবহার করা হয়। মহিলাদের ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখা এর উদ্দেশ্য নয়।

যে উদ্দেশ্যে পুরুষ এবং নারী বস্ত্র পরিধান করে একই উদ্দেশ্যে নারীদের জন্য পোশাকের ওপর দিয়েও আরেকটি পর্দা ব্যবহার করা অপরিহার্য করা হয়েছে।

পাকাকলা একটি ফল, তা কিন্তু ঢেকে রাখার প্রয়োজন হয় না। কারণ তার আবরণটাই এমন যে, মশা-মাছি তাতে বসে না, বসেও কোনো লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাকা খেজুর ঢেকে রাখতে হয়। তা না হলে পিঁপড়া

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত তাতে বসার জন্য উড়ে আসে, ভীড় জমায় ও একটু একটু করে খেয়ে ফেলে।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা এজন্যই মহিলা ও পুরুষদের জন্য পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। মহিলা এবং পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছেন। মহিলা যখন ঘরের বাইরে বের হয় তখন যাতে গায়ে ময়লা না লাগে কিংবা মাছি না বসে, কিংবা কীটপতঙ্গ যাতে তাকে উপদ্রব না করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পোশাক পরে সাজগোছ না করে অলংকারের রিনঝিন শব্দে পায়ে চলার পথ মুখরিত না করে, পারফিউমের গন্ধ না বিলিয়ে বাইরে বেরুতে বলেছেন। মহিলাদেরকে পূত-পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখাই পর্দার উদ্দেশ্য।

পর্দার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মনোবিজ্ঞানে একটি সূত্র আছে Stimulus and Response অর্থাৎ উদ্দীপনা এবং প্রতিক্রিয়া। যেখানে উদ্দীপনা আছে সেখানে প্রতিক্রিয়া হবেই। যেমন কেউ আপনার গায়ে চিমটি কাটলো আপনি তার ব্যাথায় উহ্! শব্দ করে উঠলেন। এখানে চিমটি কাটা উদ্দীপক (Stimulus) আর প্রতিক্রিয়া (Response) হলো উহ্ শব্দ।

আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর এ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই উদ্দীপক তার উদ্দীপনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। আবার এক এক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম হয়। যেমন—চোখে একজন অনেক রক্ত দেখলো কিংবা একজনকে খুন হতে দেখলো—তার যে প্রতিক্রিয়া হবে, সেই চোখেই যখন ফুলের বাগানে অসংখ্য ফুল ফুটেছে দেখতে পেল—তখন কি একই প্রতিক্রিয়া হবে?

যে কানে সিংহের গর্জন শুনছে সে কানে মধুর সুরে গান শুনলে—দুটোর প্রতিক্রিয়া কি এক হবে? যে নাকে ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ শুকছে সে নাকে পারফিউমের গন্ধ শোঁকার পরও কি একই প্রতিক্রিয়া হবে? কোনো হাইজ্যাকার আপনাকে হাত চেপে ধরলো আর কোনো কোমলমতি অবলা নারী আপনার হাতে হাত রাখলো—দুটোর অনুভূতি—প্রতিক্রিয়া কি একই রকম? আপনি নিশ্চয়ই বলবেন, কখনো নয়। বরং একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এক এক রকম উদ্দীপক এক এক রকম প্রতিক্রিয়া কিংবা এক এক রকম অনুভূতি সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

রাত্রে পথ চলছেন, হঠাৎ দেখলেন পথে একটি কুকুর, তখন কি প্রতিক্রিয়া হবে আপনার ? আবার দেখলেন কয়েকজন মাস্তান, তখন কি প্রতিক্রিয়া হবে ? আবার কিছুদূর গিয়ে দেখলেন একদল তরুণী খিলখিল করে হাসছে, তখন কি প্রতিক্রিয়া হবে ? নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির সৃষ্টি হবে।

নিউমার্কেট, বায়তুল মোকাররম কিংবা মৌচাক যেখানে সাজগোছ করে রং বেরঙের পোশাক পরে, অলংকারের রিনঝিন শব্দে মুখরিত করে নারীরা, যুবতীরা ঘুরে বেড়ায়, মার্কেটিং করে সেখানে পুরুষদের যে প্রতিক্রিয়া হবে, বায়তুল মোকাররম মসজিদের গেট কিংবা মাছের বাজার কিংবা সদরঘাট টার্মিনাল বা কমলাপুর রেলস্টেশনে কি আপনার মনের প্রতিক্রিয়া সমান হবে ? একজন কুৎসিত মহিলার ছবি এবং একজন সুন্দরীর ছবি কি একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে ? আপনি কোচে বা বাসে চলছেন আপনার সামনের সীটেই যদি একজন মহিলা বসা থাকে আর বাতাসে তার খোলা চুল উড়ে বেড়ায়, কিংবা কখনো উড়ে এসে আপনার গায়ে লাগে, আপনার কি প্রতিক্রিয়া হবে ?

অন্যদিকে যে ছবি ভাসলো না, যার চুলতো দূরের কথা ঘোমটা দেখে বুঝা গেল না সে মহিলা বৃদ্ধা না যুবতী, যে তার শরীর আবৃত করে চলাফেরা করে—সে কোন্ উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে বলুন ? এ ধরনের আবৃত মহিলার দ্বারা কোনো উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে পারে কি ?

যে মহিলা বোরকা পরে লোকালয়ে বের হয়, যার শরীর পর্দাবৃত থাকে, যার শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দেহাবয়ব পর্দার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, তাকে দেখে কোনো যুবক বা পুরুষের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হতে পারে কি ? আপনি যদি একজন পুরুষ হন তাহলে আপনার বিবেককেই জিজ্ঞেস করুন-এর উত্তর নিশ্চয়ই পাবেন। অর্থাৎ তার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া কোনো অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে না—তা হওয়া স্বাভাবিক নয়।

নারীদের রূপচর্চা

নারীদের রূপচর্চা একটি সহজাত গুণ। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে যুবতী ও নারীদের রূপচর্চাও বাড়তে থাকে। নাবালিকা অবস্থায় এবং বৃদ্ধ বয়সে এ রূপচর্চা থাকে না বললেই চলে। প্রশ্ন জাগে এর কারণ কি ? আরো দেখা যায় যে, যখনই কোনো নারী বা পুরুষ বাইরে যায়—পুরুষের চেয়ে নারীর সাজগোছ থাকে খুবই আকর্ষণীয়—এরই বা কারণ কি ? এ

www.pathagar.com

সাজগোছটা কিন্তু শুধু ঘরে বসে থাকার জন্য করে না, এর পিছনে যে মোটিভ তা হলো, অপরে দেখুক অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর মধ্যে এর সার্থকতা নিহিত বলে তারা মনে করে।

এখানেই পর্দার তাৎপর্য নিহিত। পর্দাহীনতা অবেগকে সুড়সুড়ি দেয়। নারীদের সাজগোছ করে বের হওয়া তো দূরের কথা যেখানে সাদামাটা অবস্থাতেও পর্দা ছাড়া আল্লাহ মহিলাদের বাইরে বেরুতে নিষেধ করেছেন সেখানে সাজগোছ করে, পারফিউম মেখে বের হওয়া কতটুকু অপরাধ তা বিবেচনা করে দেখা উচিত। যেখানে শুধুমাত্র গলার সুর মানুষের মনকে টেনে আনে সেখানে যদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়— তা মানুষকে কিভাবে আকর্ষণ করবে তা চিন্তা করুন। যে সাধারণভাবে নাচতে পাগল, সে যদি ঢোলের আওয়াজ পায় তখন সে কি করবে বলুন ? সেকি তখন পাগলপারা হয়ে উতালপাতাল করে নাচবে না ? আর এ নাচানোর ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হলো কে ? কে হলো এর উদ্দীপক। নিশ্চই জবাব আসবে—ঢোলে যে বাড়ি দিল, অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র।

পর্দা অনাচার থেকে রক্ষা করে

তাই আজ যারা মা, বোন, যারা কন্যা বা জায়া তাদের উপলব্ধি করতে হবে পর্দার প্রয়োজনীয়তা। পর্দা মহিলাদের ঘরে আবদ্ধ করার জন্য কিংবা প্রগতিতে বাধা প্রদানের জন্য আল্লাহ তাআলা ফরজ করেননি। বরং মহিলারা যাতে তাদের মান সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন, তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের ইজ্জত, তাদের সত্তা যাতে ভূলুণ্ঠিত বা কারো ব্যবহারের সামগ্রী না হয় কিংবা কু-কল্পনার জন্য দায়ী না হয় সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মুসলিম মহিলাদের ওপর পর্দা মেনে চলা এবং অপরাপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। মহিলাদেরকে উন্নত সোপানে আরোহণ করানোই এর উদ্দেশ্য। বাইরের ময়লা থেকে নিজের শরীরকে নিজের মনকে পূত-পবিত্র রাখার জন্যই পর্দা দিয়ে শরীর ঢেকে চলাচল করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

অলংকারের রিনঝিন শব্দ, কোমল কণ্ঠ, পারফিউমের গন্ধ সবটাই উদ্দীপক বা উত্তেজনা হিসেবে কাজ করে। তাই আল্লাহ তাআলা পুরুষদের সামনে রিনঝিন শব্দ করে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কোনো পর পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলেও তা কর্কশভাবে বলতে বলেছেন। কারণ কোমল কণ্ঠ বা ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলাও কারো মনে প্রতিক্রিয়া বা কোনো অনুভূতির সুড়সুড়ি দিতে পারে। শরীরটাকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখে

www.pathagar.com

যেমন উদ্দীপকের ভূমিকা থেকে নারী নিজেকে বাঁচাতে পারে তেমনি উক্ত বিধিনিষেধগুলো মেনে অন্যান্য উদ্দীপকের ভূমিকা থেকেও মহিলারা তাদের বিভিন্ন কার্যকে হেফাজত করতে পারে। এসব বিধিনিষেধের মূল লক্ষ্য একটাই—তাহলো মহিলাদের কোনো ব্যবহার বা আচরণ কোনো কিছুর উদ্দীপনা হিসেবে ব্যবহৃত না হওয়া।

পর্দাহীনতা-নগ্নতা মনযোগ আকর্ষণ করে

মনোবিজ্ঞানে মনযোগ আকর্ষণ করার বিভিন্ন মাধ্যম বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা তার বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। এখানে শুধু একটি কথাই আনতে চাই। তা হলো এই যে, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, মনে একটু ভালো সতেজভাব রাখার জন্য কিংবা কাজে সবসময়ে প্রফুল্ল থাকার জন্য বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহার করা হচ্ছে। অফিসে বড় সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে, হোটেল, অফিস, কলকারখানায় টেলিফোন অপারেটর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদেরকে। মাল বেশী কাটতির জন্য মহিলা সেলসম্যান নিয়োগ করা হচ্ছে, বেশি বেশি দর্শক জমা করার জন্য কোনো কোনো সময় মহিলাদের দিয়ে ফুটবল খেলানো হচ্ছে। এগুলোর প্রচ্ছন্ন মোটিভ কি ? নারীরা একবার চিন্তা করুন, উদ্দেশ্য পুরুষদেরকে আনন্দিত করা। আপনি নিজেই একবার পর্দাহীনা একজন সুসজ্জিতা যুবতী বা মহিলার দিকে চেয়ে দেখুন—পথ চলার সময় যত লোক তার দিকে চেয়ে থাকে—একজন পর্দাবৃতা বা বোরকা পরিহিতা মহিলার দিকে কি কেউ তাকায় ?

আপনাকে দিয়েই আপনি তা একবার পরীক্ষা করে দেখুন। এসবই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সহজাত প্রবৃত্তি আছে বলেই অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন পুরুষ এবং মহিলা সকলেরই। একে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করলে অধোপতনই নেমে আসবে অনিবার্যভাবে। আর অধোপতনের কোনো সীমানা নেই। তাই সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে, নারী পুরুষ সকলকে।

আমরা জানি মানুষের আরো অনেক সহজাত প্রবৃত্তি আছে। এসবকে যদি লাগামহীনভাবে চলতে দেয়া হয় তাহলে যে কি চরম অবস্থায় দাঁড়াবে চিন্তা করে দেখুন। যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে বলেই কি যা ইচ্ছে তা খেতে পারেন ? যারতারটা খেতে পারেন ? নিশ্চয়ই পারেন না। বিচার করতে হয় কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা পরের, কোন্‌টা পরিষ্কার, কোন্‌টা অপরিষ্কার। তাই ন্যায়নীতির নিয়ন্ত্রণ মানতে হয় সকল স্তরে। নইলেতো মানুষ ও পশু একই স্তরে চলে যাবে।

www.pathagar.com

মানুষ তাদের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন সুযোগ ব্যবহার করে থাকে। অপরের মধ্যে প্রেমজনিত কিংবা বিরহ বিধুর কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অন্য পুরুষ আনন্দ বা দুঃখ পায়, মহিলাদের সাথে গল্প করেও এক প্রকার আনন্দ পায়, পার্কে বেড়াতে গিয়ে কিংবা হাসাহাসি করে কিংবা হাত ধরাধরি বা জড়াজড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তৃপ্তি লাভ করে। এগুলো এক রকম বিকৃত মনমানসিকতা তৈরী করতে সাহায্য করে। এসব কারণে ব্যক্তি জীবনে মানসিক বৈকল্য নেমে আসতে পারে। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অবক্ষয় ঘটাতে সহায়তা করে। তাই আজ নারী এবং পুরুষকে ভাবতে হবে—নারীদের পর্দা এবং চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ নারীদেরকে সামনে এগিয়ে নেয়—নাকি পেছনে ঠেলে দেয়, নারীদের সম্মান বাড়ায়—না তাদেরকে অপমানিত করে। তাদের প্রগতির পথ সুগম করে—না দুর্গম করে তোলে। একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি বলেছেন, "পথ চলতে গিয়ে কোনো পুরুষ হঠাৎ কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলো। সেই সুন্দরী মেয়েকে দেখার পর তার মনে যদি কোনো কিছু না জাগে তাহলে মনে করতে হবে তিনি নপুংশক অথবা অতিমানব।" একথার অর্থ সকলের কাছেই পরিষ্কার।

মহিলারা যাতে উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত না হয় তার জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন—তাদেরকে পর্দা আবৃত হয়ে চলাফেরা করতে বলেছেন। অন্যদিকে পুরুষের ওপরও কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। কোনো পুরুষই অন্য কোনো মহিলার দিকে চাইতে পারবে না। হঠাৎ যদি কখনো কোনো পুরুষের দৃষ্টি কোনো মহিলার ওপর পড়ে সাথে সাথে তার চোখ নিম্নগামী করতে বলা হয়েছে। একা একা কিংবা নিভৃতভাবে কোনো যুবতী বা মহিলার সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে—এমন কি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও নয়।

এখন আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি—ভিন্ন পুরুষ ও ভিন্ন নারী থেকে নিজের মন-মানসিকতা, চোখ, কান ও মন হেফাজত বা সংরক্ষণ করে নিজ জীবনকে পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখাই হলো পর্দার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পর্দা সম্পর্কে ইসলাম কি বলে

ইসলাম নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা ফরয বা অবশ্য করণীয় কাজ বলে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

মহান রাব্বুল আলামীন পর্দা সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর মধ্যে কিছু নির্দেশ নবী করীম (স)-এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং কিছু নির্দেশ আছে সাধারণ মু'মিন নারী ও পুরুষদের সম্বোধন করে। এখানে দুটো দিক অবশ্যই প্রাণিধানযোগ্য।

১. আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর ঘর থেকেই সংশোধন কার্যক্রম শুরু করেছেন।

২. যেহেতু নবীর স্ত্রীগণ সমস্ত মু'মিন নারীদের আদর্শ তাই তাঁদের সম্বোধন করে যা বলা হয়েছে তা সমস্ত নারীকুলের ওপরই প্রযোজ্য এবং পুরুষকেও তা মেনে চলতে হবে।

পর্দা সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝ ـ

"হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তবে (লোকদের সাথে) কোমল মিষ্টি সুরে কথা বলো না। এতে দুষ্ট মনের কোনো লোক লালসায় পড়তে পারে। বরং কথা বলবে সোজাসুজি স্পষ্ট। নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজগোছ প্রদর্শন করে বেড়াবে না। সালাত কায়েম করো। যাকাত পরিশোধ করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বাইত। আল্লাহ তোমাদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে তোমাদেরকে পূত-পবিত্র রাখতে চান।"

–সূরা আল আহযাব ঃ ৩২-৩৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ..... وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ

www.pathagar.com

مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط
..... لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ
اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ج وَاتَّقِيْنَ
اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○ ـ

"হে ঈমানদারেরা, বিনা অনুমতিতে তোমরা নবীর ঘরে ঢুকে পড়ো না ..... নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চেয়ে পাঠাবে। তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার এটাই উত্তম পন্থা। ..... নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে সাধারণ মেলামেশার নারী ও তাদের ক্রীতদাসেরা আসা যাওয়া করবে, এতে কোনো দোষ নেই। হে নারী সমাজ! আল্লাহকে ভয় করো, তার নাফরমানী থেকে দূরে থাকো। আল্লাহ সব কিছুর ওপর দৃষ্টিবান।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩-৫৫

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দাও, তারা যেনো নিজেদের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা খুবই উত্তম নিয়ম-রীতি যাতে তাদের (সম্ভ্রমশীলতা) চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"
–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى
اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ
فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

www.pathagar.com

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ ـ

"হে ঈমানদার লোকেরা ! নিজের ঘর ছাড়া অন্য লোকদের ঘরে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করবে না যতোক্ষণ না অনুমতি পাবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায়, তোমরা এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সেখানে যদি কাউকে না পাও, তবে অনুমতি পাবার আগে তাতে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয় তবে ফিরে চলে যাও। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ ভালো করেই জানেন। অবশ্য এমন সব ঘরে প্রবেশ করা তোমাদের জন্য দূষণীয় নয়, যা কারো বাসস্থান নয় এবং সেখানে তোমাদের কাজের সামগ্রী রয়েছে। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো সবই আল্লাহর জানা আছে। হে নবী ! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও ঃ তারা যেনো নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে আর নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী ! মু'মিন নারীদেরও বলে দাও ঃ তারা যেনো নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের স্বামীর পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনের পুত্র, নিজেদের মেলামেশার মহিলারা, নিজেদের দাসী সেসব অধীনস্থ পুরুষ যারা বিনীত নির্লিপ্ত আর সেই সব কিশোর যারা নারীদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখানো ওয়াকিফহাল হয়নি। আর তারা যেনো যমীনের ওপর নিজেদের পা মেরে মেরে আওয়ায করে না চলে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য লোকেরা জানতে না পারে।

www.pathagar.com

হে মু'মিন তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"–সূরা নূর ঃ ২৭-৩১

আরো কিছু নির্দেশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ قف ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○–

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের দাসদাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা তিনটি সময় অবশ্যি যেনো অনুমতি নিয়ে তোমাদের নিকট আসে, ফজর নামাযের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রামের সময় আর এশার নামাযের পরে। এ তিনটি সময় তোমাদের পর্দা করার সময়, এছাড়া অন্যান্য সময় তারা বিনা অনুমতিতে আসলে তাতে তোমাদের বা তাদের কোনো দোষ হবে না। পরস্পরের নিকটতো তোমাদের বারবার যাওয়া আসা করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করে থাকেন। তিনি সবই জানেন। তিনি সুকৌশলী আর তোমাদের সন্তানরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন অবশ্যি তারা যেনো তেমনভাবে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, যেমন করে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। তিনি সর্বত্র সুকৌশলী। আর যেসব নারী নিজেদের যৌবনকাল অতিবাহিত করে ফেলেছে, বিয়ে করার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, তারা যদি নিজেদের চাদর খুলে রাখে তবে তাদের জন্য কোনো দোষ হবে না। অবশ্য শর্ত এই

www.pathagar.com

যে, তারা রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনকারিণী হবে না। তা সত্ত্বেও তারা যদি নিজেদের লজ্জাশীলতা রক্ষা করে, তবে তা তাদের জন্যেই কল্যাণময় হবে। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন ও শুনেন।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৮-৬০

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা পর্দা সংক্রান্ত যা পেলাম তা এভাবে সাজাতে পারি।

০ পর পুরুষদের সাথে নারীরা নরম কোমল ভাষায় মিষ্টি সুরে কথা বলতে পারবে না। কারণ এতে পুরুষদের মনে লালসার উদ্রেক হতে পারে।

০ নারীরা ঘরে অবস্থান করবে। এটাই তাদের নিরাপদ স্থান এবং স্বভাব-সম্মত পরিবেশ।

তবে ইসলাম প্রয়োজনে মেয়েদেরকে বাইরে যাবার অনুমতিও প্রদান করেছে। নামাযের জামায়াত, জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং সাংসারিক জরুরী প্রয়োজনে মেয়েরা বাইরে যেতে পারে। মহিলা সাহাবীগণ এসব কাজে বের হতেন। এমনকি তাঁরা আপনজনদের সাথে যুদ্ধের ময়দানেও শরীক হয়েছেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

"তোমাদের প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন।"–সহীহ বুখারী

জরুরী প্রয়োজনে মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ঃ

০ দূরের পথ হলে কোনো মুহাররাম পুরষকে সাথে নিতে হবে। (মুহাররাম অর্থ যাদের সাথে বিবাহ হারাম)।

০ সাজগোছ প্রদর্শন করা যাবে না। অলংকারের ঝনঝনানি শব্দ করা যাবে না।

০ পুরুষদের থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে হবে।

০ চাদর দিয়ে পূর্ণ শরীর ঢেকে নিতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বোরকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

০ এমন কোনো পাতলা কাপড় পরা যাবে না যাতে শরীর দেখা যায়।

০ বস্ত্র আটসাট হবে না যাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

০ কোনো ভীড়ের মধ্যে পুরুষদের সাথে মুখোমুখী হতে পারবে না।

০ ঘরের বাইরে বেরুলে সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।

www.pathagar.com

০ কারো সাথে কথা বলতে হলে কথায় কোনো প্রকার লালিত্য প্রকাশ করা যাবে না।

০ কোনো প্রকার পুরুষালি পোশাক পরে বের হওয়া যাবে না। এমনকি অমুসলিমদের পোশাক পরেও নয়।

০ সর্বোপরি লজ্জা এবং আল্লাহর ভয় নিয়ে তাকে বের হতে হবে।

পর্দার নির্দেশ প্রসঙ্গে তৃতীয় যে বিধান পাওয়া গেল তা হচ্ছে ঃ

০ বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা যাবে না। কেবলমাত্র অনুমতি পেলেই প্রবেশ করতে হবে। ফিরে যেতে বলা হলে ফিরে যাবে। একে একে তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি চাওয়া সুন্নত। তৃতীয়বারেও অনুমতি না পেলে ফিরে যাবে। ঘরের মহিলাদের নিকট কিছু চাইতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চাইতে হবে।

০ নারীরা নিজেদের নিকটস্থীয়, শিশু ও অধীনস্থদের ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজেদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না।

০ নারীরা বাইরে যেতে হলে চাদর দিয়ে নিজেদের শরীর পুরোপুরি ঢেকে নেবে।

০ নারীরা বাইরে বেরুবার সময় নিজেদেরকে পূর্ণরূপে ঢেকে নেবার পর তাদের যতোটুকু সৌন্দর্য আপনিতেই প্রকাশ হয়ে থাকে, তাতে কোনো দোষ নেই।

০ কোনো বসবাসের স্থান নয়, এমন ঘরে পুরুষরা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে, যদি সেখানে তাদের কোনো সামগ্রী থাকে।

০ পুরুষকে নারী থেকে নিজের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে হবে আর নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতে সতর্ক থাকতে হবে।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

"মানুষের চক্ষুদ্বয়ও যিনা করে আর চোখের যিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত।"
তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলেছেন ঃ

"হে আলী! একবার দৃষ্টি পড়ে যাবার পর পুনরায় দৃষ্টি ফেলবে না।" অর্থাৎ কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাবার পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও, পুনরায় তাকাবে না। একজন সাহাবী হঠাৎ পর নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন ঃ

"তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।"–আবু দাউদ

www.pathagar.com

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন ঃ

"দৃষ্টি এমন একটি তীর যা মানুষের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েই থাকে।"

- চলাফেরার সময় মেয়েদেরকে খুব সংযত ও বিনীত হয়ে চলতে হবে। চলার সময় পায়ের আওয়াজ শুনা যেতে পারবে না। অলংকারের আওয়াজ শুনা যেতে পারবে না।
- শয্যা ও বিশ্রাম গ্রহণের সময় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকেও অনুমতি নিয়ে পিতা-মাতার নিকট যেতে হবে। চাকর-চাকরাণীদেরকেও। বয়স্ক সন্তানদের তো অবশ্যই অনুমতি নিয়ে পিতামাতার কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।
- যৌন বাসনাহীন বৃদ্ধ মহিলাদের কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়েছে। সৌন্দর্য প্রকাশের নিয়ত না থাকলে তারা অবগুণ্ঠন ছাড়া থাকতে পারে। কিন্তু পর্দার বিধান মেনে চলাই তাদের জন্য উত্তম।

নারীরা যাদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে

কুরআন মজীদে মেয়েদেরকে পর পুরুষের সম্মুখে নিজেদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিজেদের ঘরে তারা যেসব লোকের সামনে নিজেদের এসব সাজ-সৌন্দর্য উন্মুক্ত রেখে চলাফেরা করতে পারবে, তারা হচ্ছে ঃ

- তাদের স্বামী।
- তাদের পিতা, দাদা, পরদাদা এবং নানাও এর অন্তর্ভুক্ত।
- স্বামীর পিতা। অর্থাৎ শ্বশুর।
- তাদের পুত্র, কন্যা ও পুত্রের পুত্র অর্থাৎ নাতি।
- স্বামীর পুত্র। অর্থাৎ স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।
- তাদের ভাই। আপন হোক কিংবা সৎ।
- ভাইয়ের পুত্র।
- বোনের পুত্র।
- তাদের আপন নারীকুল। চাই আত্মীয়তার দিক থেকে আপন হোক কিংবা দীনি দিক থেকে। কিন্তু বেপর্দা, অসৎ চরিত্রের নারী, পুরুষ ভাবাপন্ন নারী এবং অমুসলিম নারীদের সামনে পূর্ণ পর্দা করতে হবে।
- ক্রীতদাসী।

www.pathagar.com

০ অধীন ও প্রয়োজনহীন পুরুষ। কারণ তারা একেতো অধীন থাকার কারণে কোনো প্রকার কু-ধারণার চিন্তাই করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তারা যৌন প্রয়োজনহীন। এটা শারীরিক অক্ষমতার কারণেও হতে পারে কিংবা নির্বোধ হবার কারণেও হতে পারে।

০ সেসব কিশোর যারা এখনো নারীর গোপন অংগ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।

কুরআনে চাচা ও মামার কথাও উল্লেখ করা হয়নি। এর ব্যাখ্যায় নবী করীম (স) বলেছেন, চাচা পিতারই সমতুল্য। সুতরাং চাচা ও মামার ব্যাপারেও তাই। এদের সামনেও সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে।

যেসব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করতে হবে

অমুহাররাম পুরুষদের সম্মুখে নারীদের পূর্ণ পর্দা করতে হবে। অমুহাররাম অর্থ যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয়। এদের সামনে কিছুতেই নিজেদের সাজ-সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। তারাও অমুহাররাম নারীদের নিকট প্রবেশ করবে না, তারা যতোই নিকটাত্মীয় হোক না কেনো।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমান মুসলিম সমাজে যারা গতানুগতিক পর্দা করেন, তারাও অনেকেই নিকটাত্মীয়দের থেকে পর্দা করেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী একজন মহিলাকে স্বামীর ভাই, ভগ্নিপতি, চাচাতো ও খালাতো ভাই এবং নিজের ভগ্নিপতি ও চাচাতো, খালাতো ভাইদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। আর পুরুষদেরকে তাদের ভ্রাতৃবধু এবং এ পর্যায়ের বোনদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। যদি তাদের কেউ এ বিধান লংঘন করেন, তবে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের ফরয করা বিধানকে লংঘন করলেন। এরূপ যদি কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সে ব্যাপারে আল্লাহর বিধান হচ্ছে ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط

"তাদের নিকট যদি তোমরা কোনো জিনিস চাও, তবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩

রাসূলে খোদা (স) বলেছেন ঃ

"তোমরা অবশ্যি (মুহাররাম) নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। একথা শুনে একজন আনসার সাহাবী উঠে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.pathagar.com

হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বললেন ঃ স্বামীর নিকটাত্মীয়রাতো মৃত্যু সমতুল্য।"

–বুখারী, মুসলিম

এখানে নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর আপন ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই ও ভগ্নিপতিদের বুঝানো হয়েছে আর এরা স্ত্রীর দেবর, ভাসুর হয়ে থাকে।

যারা আল্লাহর পথের বীর ও বীরাংগনা, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভই যাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—বহুবিধ পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর প্রদত্ত পর্দার বিধান মেনে চলা। এটা তাদের জন্যে কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।

পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়

পর্দা প্রগতির অন্তরায় কিনা এবার তা আলোচনা করা যাক ঃ

এতক্ষণ আমরা পর্দার মনস্তাত্ত্বিক দিক ও ইসলামী বিধান আলোচনা করেছি। এখন দেখবো ইসলামী বিধানের আলোকে মহিলারা যদি পর্দা মেনে চলেন, তাহলে তারা শুধু ঘর বা চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন কিনা ?

আমরা জানি সমাজের অর্ধেক জনসংখ্যাই হলো নারী। তারা কি শুধু বসে বসে খাবে ? তারা কি কিছুই করবে না ? শিক্ষা-দীক্ষা, কাজ-কর্ম, চাকরী-বাকরী কোনো কিছুই নয় ? তারা কি বাইরের আলো বাতাস দেখবে না ?

যারা পর্দার সমালোচনা এবং বিরোধিতা করে বলেন যে, পর্দা মানে নারীদের ঘরে আটকিয়ে রাখা, নারীদের ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ জীবন এবং জাতীয় জীবনে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে না দেয়া—তারা মূলত বোকার স্বর্গে বাস করছেন কিংবা নারীদের তারা খোলামেলা দেখতে চান, কারণ তারা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা বলা যায়—এদিকটা নিয়ে তারা চিন্তার গভীরে প্রবেশ করেননি।

পর্দার বিধান এবং তার আলোকে যে বিশ্লেষণ পেশ করা হলো নিশ্চয়ই এ আলোচনা সামনে রেখে যদি পর্দার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটা তুলনামূলক মিলিয়ে দেখা যায় তাহলে এটা পরিষ্কার হতে বাধ্য যে, পর্দা বিজ্ঞান সম্মতভাবেই আল্লাহ তাআলা অবশ্য করণীয় কাজ (ফরয) করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মহিলাদের উন্নতির জন্য, প্রগতির জন্য এবং তাদের মান-সম্মান, ইজ্জত সমুন্নত রাখার জন্য।

ইসলামের মূল দর্শনটা বুঝতে হবে। ইসলাম নারীদের বাইরে যাওয়া নিষেধ করেনি। কাজ করতেও নিষেধ করেনি। ইসলাম যেটা বলে দিয়েছে সেটা শুধু মূলনীতি। শুধুমাত্র সে নীতি এবং নীতিমালার নিয়ন্ত্রণে থেকেই সবকিছু করতে ও চলতে শিখিয়েছে ইসলাম।

ক. শিক্ষা-দীক্ষা

নারীরা লেখাপড়া শিখবে তবে বেলেল্লাপনা বা বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা নয়। নারীদের জন্য পৃথক স্কুল, পৃথক কলেজ, পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে। এগুলো প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্যোগ নিতে হবে। তাদেরকে গুরুত্বহীন মনে করলে চলবে না—তবে যতদিন পৃথক প্রতিষ্ঠান না হবে ততদিন পর্দা মেনেই এগুলো চালানো যেতে পারে।

খ. কর্মক্ষেত্র

নারীদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র থাকবে। তাদের দৈহিক এবং মানসিক যোগ্যতার কথা সামনে রেখেই তাদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে। পৃথক পৃথক কলকারখানা না গড়ে ওঠা পর্যন্ত তাদের উপযোগী কাজ সৃষ্টি করে একই কারখানায় আলাদা সেকশন করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে নারী এবং পুরুষ দৈহিক এবং মানসিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ পার্থক্য ইচ্ছে করলেই দূর করা সম্ভব নয়।

পুরুষ যে কাজ করতে পারে নারী তা পারে না। পুরুষরা যেখানে শ্রমিকের কাজ করে মহিলারা সেরূপ শ্রমিক হিসেবে কি কাজ করতে পারবে ? ক্ষেত চাষ করা, কোনো কলকারখানায় ভারী কাজকর্ম করা, কুলি মজুর হিসেবে ভার বহন করা, রিকসা চালানো, ট্রাক বা বাস ড্রাইভিং করা, রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করা; ওয়েল্ডার, প্লাম্বার বা নৌকার মাঝি হওয়া, যুদ্ধমাঠে যুদ্ধ করা, ট্যাংক চালানো ইত্যাদি কি মহিলারা করতে পারবে ? আরো বহুবিদ কাজ আছে যা পুরুষরা সহজেই পারে মহিলারা তা পারে না।

অন্যদিকে পুরুষরা সবকাজই করতে পারে। সুতরাং মহিলা ও পুরুষ তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি লক্ষ্য রেখেই তাদের যোগ্যতা ও

www.pathagar.com

ক্ষমতার ভিত্তিতেই কর্মের সৃষ্টি করতে হবে। এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি সে উদ্দেশ্যেই তাদের ব্যবহার করতে হবে।

গ. মানব সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ

আল্লাহ তাআলার এ সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। দুনিয়ায় যত সম্পদ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মানুষ। আর মানুষ আছে বলেই বাকী সব জিনিসের প্রয়োজন আছে। এ 'মানুষ' সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বপ্রথম লালন পালনের দায়িত্ব হলো—'মা' জাতির। আর 'মা'—হলেন নারী।

সন্তান ধারণ থেকে শুরু করে তাদের লালন পালন, শিক্ষা দান, সামাজিকিকরণ, ব্যক্তিত্বের গঠন, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সবকিছুই সর্বপ্রথম যিনি করেন তিনি হলেন মা, অর্থাৎ নারী।

এরপর পরিবারের পরিবেশ সংরক্ষণ, বাবা, ভাই-বোন, ঘর-বাড়ি, পোশাক-আশাক সবকিছুর তত্ত্বাবধান, খানাদানা, আতিথেয়তার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখেন সেই মা অর্থাৎ নারী। মূলত এ ঘরোয়া পরিবেশে শ্রমদানের জন্যই আল্লাহ তাআলা নারীত্বের একটি ভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতি দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন এ স্বভাব পরিত্যাগ করে তারা যদি অন্য কিছু হতে চায় তা কতটুকু সম্ভব চিন্তা করে দেখুন। এখানে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, উড়োজাহাজ যেভাবে সৃষ্টি—মটর গাড়ী সেভাবে সৃষ্টি নয়। আর তাই তাদের ব্যবহার ও কর্ম ভিন্ন ভিন্ন। যদিও দুটোরই ইঞ্জিন আছে, কলকব্জা আছে, সীট আছে, ড্রাইভার আছে—দুটোই মানুষ বহন করে। দুটোর পথও ভিন্ন—একটি মর্ত্তে আরেকটি শূন্যে।

তাই নারী এবং পুরুষ 'মানুষ' হলেও তাদের স্বভাব প্রকৃতি বিচার বিশ্লেষণ করেই কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে।

ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন সামলানোর পরও যদি সময় থাকে তাহলে তাদের উপযোগী কি কাজ আছে, সমাজের কি কাজে তারা লাগতে পারে সেকাজই তাদেরকে দিতে হবে।

নারীরা তাদের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজ করতে পারে সম্পূর্ণ পর্দার ভিতরে থেকে অথবা নারীদের মাঝে যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, গবেষণা কর্ম, নারীদের জন্য ব্যাংক, নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ইণ্ডাষ্ট্রি, এমন পৃথক কারখানা যেখানে কায়িক পরিশ্রম কম।

www.pathagar.com

আনসার, পুলিশ বা সেনাবাহিনীতে নারীদের ব্যবহার কিভাবে সম্ভব তাও চিন্তা করে দেখতে হবে। নারী যুদ্ধ করতে পারবে না। তবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকদেরকে সেবা শুশ্রূষা করতে পারে। তাদের রসদ সরবরাহ করতে পারে। মোটকথা নারীদের জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। নারীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং ইসলামের বিধি অনুযায়ী যাতে মাতৃত্বের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত না হয়। পুরুষের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ব্যবহার করা যাবে না।

ইসলাম যে বিধিবিধান দিয়েছে তার আলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই মহিলাদের কর্মোপযোগী করে তুলতে হবে। এভাবেই নারীদের মান সম্ভ্রম, ইয্যত আবরু রক্ষা পেতে পারে। বিজ্ঞাপনের পণ্যবস্তু না হয়ে তাদের প্রগতির সোপানে আরোহণ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আজ নারীদেরকে পর্দাহীনভাবে মাঠে নামানো হয়েছে। বিভিন্ন N. G. O-তে নারী-পুরুষ এক সাথে মিলে হাটে-বাজারে-মাঠে কাজ করছে। গ্রামে গঞ্জেও মহিলা ও যুবতীরা মটর সাইকেল চালিয়ে তথাকথিত সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের বধুরা প্রথম এসব দেখে ছি ছি করলেও এখন তা গা সহা হয়ে গেছে। গ্রামের মহিলারা মাটি কাটার কাজ থেকে শুরু করে আজ মিছিল, মিটিং করে বেড়াচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তারা থোড়াই কেয়ার করছে। N. G. O কর্মীরা ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীদেরকে স্বামীকে পরিত্যাগ (Divorce) করার জন্য উৎসাহিত করছে বলে শুনা যায়। পারিবারিক সম্পর্কের বুনিয়াদ আজ এভাবে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে।

শহুরে মহিলা যুবতীদের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, তারা তো অনেক আগেই অনেক কিছু রপ্ত করেছে। গ্রামের অবস্থা তুলে ধরলাম এজন্যই যে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম-অধিকারের নামে, প্রগতির নামে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটু ইঙ্গিত দেয়ার উদ্দেশ্যে।

নারী প্রগতি

ইসলাম মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার দরুন নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয়নি এবং তাদের চেয়ে বহু উর্ধে স্থান দিয়েছে। কিন্তু এটাকে আজ প্রগতির অন্তরায় বলে উপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রগতির নাম করে পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণ ও অনুসরণে নারীদের মহান মর্যাদাকে ধূলিস্মাত করে নগ্নতা ও উলংগতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো হয়েছে। তথাকথিত প্রগতির ধারক বাহক পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে তাকালে কি দেখা যায় ? অবাধ মেলামেশার পরেও তাদের যৌন লালসা নিবৃত্ত হয়নি। প্রকাশ্য ব্যভিচারকে সেখানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ্যাবোরশন বৈধ করে অবাধ যৌন ক্রিয়া

www.pathagar.com

কর্মকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপরিবার থেকে শুরু করে সর্বত্র অহরহ ডিভোর্স হচ্ছে।

পারিবারিক বিচ্ছেদ কলহ লেগেই আছে। তাদের পরিবার থেকে শান্তি শৃংখলা বিদায় নিয়েছে। এ জন্যই পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা পারিবারিক জীবনের চেয়ে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ক্লাবের জীবনেই বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। সেখানে বহু মানব সন্তান ক্লাব রেস্তোরাঁতেই জন্মগ্রহণ করে আবার সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পিতামাতার স্নেহ মায়া-মমতা কোনোদিন তারা উপভোগ করতে পারে না।

পশ্চিমা সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য প্রগতির নাম করে মানুষের জীবন-ধারাকে এমনি এক স্তরে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে যেখানে মানবতার ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বল্গাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, উলংগ ও অশ্লীল জীবন এবং অবাধ যৌনাচার যদি কেউ প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করেন তাহলে তাকে আমার কিছু বলার নেই, তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। কিন্তু যারা নারীদের আসলেই প্রগতি কামনা করেন, নারীদের আসলেই উন্নতি ও অগ্রগতি দেখতে চান, যারা চান যে নারী তাদের মান-সম্ভ্রম, ইয্যত-আবরু ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজে ও দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে এবং দেশ গড়ার কাজে তাদের উপযোগী আসন লাভ করুক তাহলে নিশ্চয়ই ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে তার অনুকরণ এবং অনুসরণের মাধ্যমেই তা লাভ করতে পারেন।

ইসলাম নারীত্বের অভিশপ্ত জীবন এবং নারীত্বের অবমাননা বরদাস্ত করে না, ইসলাম তাদেরকে সুমহান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ১৪ শত বছর আগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলামই নারীদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে টেনে এনেছে, ভোগের সামগ্রী থেকে উচ্চ ও সম্মানিতা আসনে এনে অধিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম নারীদের চলাফেরার ওপর যে নিয়ম নীতি বেঁধে দিয়েছে, পর্দা মেনে চলার জন্য যে বাধ্যবাধকতা অর্পণ করেছে তা নারীদেরকে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল করে তোলার জন্য সহায়ক। তাদের সম্মানিত পদে আসীন করার উপায়। তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের চরিত্র, তাদের অগ্রগতি, তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা লাভের এক মহা সুযোগ। তাই পর্দা তথা ইসলামী বিধিবিধান প্রগতির অন্তরায় নয়—বরং প্রগতির ও অগ্রগতির সোপান।

❐

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন** (১-২০ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **সহীহ আল বুখারী** (১-৬ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র)
- **সুনান ইবনে মাজা** (১-৪ খণ্ড)
  – ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু মাআনিল আছার** (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহ্‌মদ আত তাহাবী (র)
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন** (১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **চরিত্র মাধুর্য**
  – বদরে আলম
- **তিনশ বছর ঘুমিয়ে**
  – বদরে আলম
- **তিব্বে নববী**
  – হাফিয আকরমুদ্দিন
- **ইসলামে হালাল ও হারাম**
  – মাওলানা এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
- **রোযার ৭০টি মাসয়ালা মাসায়েল**
  – মুহাম্মদ সলেহ আল মুনাজ্জেদ
- **আল কুরআনের সার সংক্ষেপ**
  – মাওলানা মোঃ তৈয়ব আলী
- **কালিমা তাইয়িবা**
  – মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
- **বিশ্বময় ইসলামের পুনর্জাগরন**(১ খণ্ড)
  – কাজী মোহাম্মদ নিজামুল হক
- **ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য**
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **বক্তৃতামালা**
  – মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com